প্রবাদ-প্রবচন

অ

অর্চনের ধন চর্বণে যায় – অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হয়

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – অসৎ মতলব লুকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশয্য

অসারের তর্জন গর্জন সার – অক্ষম হাঁকডাকে কাজ হয় না

অতি দর্পে হত লঙ্কা – অহঙ্কার পতনের মূল

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – বেশি লোভ করতে গিয়ে সব কিছু হারানো

অধিক/ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – অতিরিক্ত লোকের পাণ্ডিত্যের কারণে কাজ নষ্ট

অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায় – ভাগ্য যার খারাপ, কোনোদিকেই সে আশা দেখতে পায় না

অল্প পানিতে পুঁটি মাছ ফরফর করে – যাদের বিদ্যা সামান্য তারাই বেশি বিদ্যা ফলাতে যায়

আ

আটে-পিঠে দড়, ঘোড়ার পিঠে চড় – যোগ্যতা অর্জন করেই কাজে নামা উচিত

আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া – প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় না করে অপ্রয়োজনীয় বিলসিতায় গা ভাসানো

আগাছার বড় বাড় – অকাজের লোকের হাঁকডাক বেশি

আগে গাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠন্‌ঠন্ – আড়ম্বর ও আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজের একেবারে ফাঁকি

আঠারো মাসে বছর – দীর্ঘসূত্রিতা, সময়–সচেতনতার অভাব

আপন কথাই পাঁচকাহন – কেবল নিজের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা

আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি – সামান্য লোকের বড় কাজে মাথা ব্যাথা

আমড়া গাছে আম হয় না – মন্দ লোকের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না

আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে – অন্যের দায়ায় জীবনধারণ করে আবার অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা

আরশির মুখে পড়শীকে দেখা – নিজের মতো করে অন্যকে ভাবা

ই

ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে – স্বভাব সহজে বদলানো যায় না

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় – কাজে ব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই

উ

উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল – অল্প আহার স্বাস্থ্যকর, ভরাপেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর

উড়ো খৈ গোবিন্দয় নমঃ – নাগালের ব্যবহৃত জিনিস দানে ব্যবহৃত

উনো বর্ষা দুনো শীত – অল্প কাজে অধিক লোভ

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে – একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো

এ

এক ক্ষুরে মাথা কামানো – একই স্বভাবের দোষে দোষী

এক মাঘে শীত যায় না – বিপদ একাবর কেটে গেলেও বরাবর যে কাটবে এমন নয়

এঁটোপাত না যায় স্বর্গে – পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না

একে নাচুনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি – ইন্ধন জোগানো

ও

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে – আকস্মিকভাবে বড় বিস্ময় সম্পাদনের চেষ্টা

ক

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা – নিজের স্বভাব কেউ বদলাতে পারে না

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা – অল্প বয়সেই স্বভাব নষ্ট হওয়া

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ

কাকের মাংস কাকে খায় না – স্বজন বা স্বগোত্রের প্রতি অনুরাগ

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস – ছোটকালে শিক্ষার সময়, বড়কালে অসম্ভব

কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো – নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা

কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে – সাধারণের পরামর্শও উপকারে আসে

খ

খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে – প্রবলের পৃষ্ঠাপোষকতায় দুর্বল শক্তির দাপট দেখায়

গ

গো মড়কে মুচির পার্বণ – একের ক্ষতিতে অন্যের লাভ

গোদের উপর বিষফোঁড়া – কষ্টের উপর কষ্ট

গরিবের ঘোড়ারোগ – অক্ষমের অতিরিক্ত প্রত্যাশা

গরু মেরে জুতা দান – গুরুতর ক্ষতি বা অপমানের পর সামান্য কিছু দিয়ে অপরাধ কাটানোর চেষ্টা

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ আরম্ভ করার আগেই ফলভোগের ব্যবস্থা

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি – কাজ শুরু করার আগেই ফলপ্রাপ্তি

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ন – যার কর্তৃত্ব কেউ পছন্দ করে না, অথচ সব কাজেই যে কর্তৃত্ব করতে চায়

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না – পরিচিত যোগ্য ও গুণীও মর্যাদা পায় না

গতস্য শোচনা নাস্তি – বিগত বিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা – যার জিনিস তাকেই দান করা

ঘ

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় – বিগত বিপদের কথা স্মরণ করে অনুরূপ বিপদের ভয়ে কাতর

ঘটি ডুবে না নামে তালপুকুর – ক্ষুদ্রের বড় ভাব দেখানো/অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো – বিনা পারিশ্রমিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হওয়া

ঘরের শত্রু বিভীষণ – অভ্যন্তরীণ শত্রু

ঘাড়ের ভূত নামানো – দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করা

চ

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা – অসজ্জন লোক অসজ্জন লোকেরই সমর্থন পায়

চামচিকে আবার পাখি – বাহ্যিক আকার বড় দেখালেই বড় হয় না

চেনা বামুনের পৈতা লাগে না – পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার পড়ে না

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী – অসাধু লোককে উপদেশ দান বৃথা

চালুনি বলে সূঁচ তোর দেখি ছ্যাদা – নিজের দোষ সত্ত্বেও অপরের সামান্য দোষের সমালোচনা করা

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো – অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা – তুচ্ছ কাজে হাত দিয়ে দুর্নাম পাওয়া

ছোট মুখে বড় কথা – অযোগ্য লোক দ্বারা সম্মানী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার

জ

জহুরিই জহরত চেনে – গুণীই গুণের কদর বোঝেন

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ – উভয়সংকট

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ – সবরকম কাজে পটুতা

জোঁকের মুখে নুনের ছিটা – দম্ভকারী বা দুষ্ট লোকের উপযুক্ত মোকাবিলা

ঝ

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা – দলছুটের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তন

ঠ

ঠাকুর ঘরে কে? – আমি কলা খাই না – নির্বুদ্ধিতা

ঠক বাছতে গাঁ উজাড় – মন্দের সংখ্যা এত বেশি যে ভালো লোক পাওয়াই মুশকিল

ঢ

ঢাকঢাক-গুড়গুড় – প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা

ঢাল নেই, তালোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার – ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে যাওয়া বৃথা

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে – অবস্থার উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া

ত

তিল কুড়েয়ে তাল – তুচ্ছ কিছু জমিয়ে বড় কিছুর সৃষ্টি

দ

দশ চক্রে ভগবান ভূত – অনেকের চক্রান্তে নির্দোষীকে দোষী বানানো

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো – বিঘ্ন সৃষ্টিকারী লোক কাজের হলেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মঙ্গলজনক

ধ

ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ – অর্থ, আত্মীয় ও যৌবন জোয়ারের পানির মতই ক্ষণস্থায়ী

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে – গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ

ধান ভানতে শিবের গীত – অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা

ন

নাকের বদলে নরুন – মারাত্মক ক্ষতির বদলে তুচ্ছ ক্ষতিপূরণ

নেড়া বার বার বেলতলায় যায় না – ভুক্তভোগী কখনো বার বার ঠকতে চায় না

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত

নানা মুনির নানা মত – ঐকমত্যের অভাব

নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না – বংশে বড়লোক, কিন্তু ধনসম্পদ সব গেছে

নিজের কোলে ঝোল টানা – স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? – যে বিপদে সবার ক্ষতি হয়

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ – নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা

প

পর্বতের মূষিক প্রসব – বিপুল উদ্যোগের তুচ্ছ অর্জন

পরের ধনে পোদ্দারি – অন্যের অর্থ ইচ্ছামত খরচ করে বড়লোকি দেখানো

পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে – বিপদে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় – অসৎ পথের উপার্জন অকাজে ব্যয় হয়

পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে – বাড়াবাড়ি পতনের কারণ

ফ

ফেল কড়ি মাখ মেল – অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছাপূরণ

ব

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ – বুড়ো বয়সে ফূর্তিবাজ যুবকের মতো আচরণ

বড় গাছে নৌকা বাঁধা – নির্ভাবনার আশায় বড়লোকের আশ্রয়ে থাকা

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ – বড়লোকের প্রেম-ভালবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া – হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা – শত্রুর ঘরে গোপন আস্তানা

বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায় – যোগ্য শাসনে বাদী-বিবাদী উভয়ে ভীত

বাড়া ভাতে ছাই দেয়া – নিশ্চিত সাফল্য ছাতছাড়া করা

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো – জড়কড়ির ঢিলেঢালা ফল

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা – শত্রু বা প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে নাজেহাল হতেই হয়

বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর – তদারকি না থাকলে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা

বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর – ক্ষমতাহীনের অসার আস্ফালন

ভ

ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না – পেশা ও কাজের উপযোগী বেশভূষা দরকার হয়

ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা – নির্বুদ্ধিতায় শত্রুদের সজাগ করা

ভস্মে ঘি ঢালা – নিরর্থক অপব্যয় বা অপাত্রে দান

ভাগের মা গঙ্গা পায় না – একজনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে না হয়ে অনেকের দায়িত্বে হলে কাজ পণ্ড হয়

ভূতের মুখে রাম নাম – অসম্ভব ব্যাপার

ম

মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া – বড় ধরনের ত্রুটি

মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা – অহেতুক দুর্ভাবনা পোহানো

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা – ব্যথিতকে আরও বেদনা দেয়া

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন

মশা মারতে কামান দাগা – তুচ্ছ কাজে খামাখা বাড়তি আয়োজন

মাছের তেলে মাছ ভাজা – কাজের লাভ থেকে কাজের খরচ পুসিয়ে নেয়া

মাছের মার পুত্রশোক – আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক

য

যখন যেমন তখন তেমন – সবরকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা

যত দোষ নন্দ ঘোষ – অন্যদের সব অপরাধের দায় একজনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা

যেমন কর্ম তেমন ফল – অপরকে জব্দ করতে চাইলে নিজেই জব্দ হতে হয়

যেমন দান তেমন দক্ষিণা – অর্থ অনুযায়ী কাজ বা জিনিস

যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল – দুষ্টের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

যথা ধর্ম তথা জয় – ন্যায়ের পথেই সাফল্য আসে

যেমন কুকুর তেমন মুগুর – দুষ্টের যথার্থ শাস্তি

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ – শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা

যত গর্জে তত বর্ষে না – মুখে যত, কাজে তত নয়

যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা – অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান

যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ – কোনো পদবৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ

র

রথ দেখা আর কলা বেচা – এক উদ্যোগে দুই উদ্দেশ্য পূরণ

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় – ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝে থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়

ল

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন – অন্যের ভরসায় বেশুমার খরচ

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় – ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হওয়া

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু – অতিরিক্ত লোভ সর্বনাশ ডেকে আনে

শ

শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে – বয়স্ক লোকের ছেলেমানুষি

শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন – সব কাজে পটু

শ্যাম রাখি না কুল রাখি – দোটানায় পড়া

স

সাপের হাঁচি বেদে চেনে – অভিজ্ঞ লোক প্রকৃত লক্ষণ বুঝতে পারে

সস্তার তিন অবস্থা – সস্তা জিনিসের পেছনে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয় বেশি

সোনার কাঠি রূপার কাঠি – মরা-বাঁচার উপায়

সব শেয়ালের এক রা – একজনের মতের সাথে সকলের অভিন্ন মত পোষণ

সাতেও নেই পাঁচেও নেই – ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা

সাপের পাঁচ পা দেখা – অহঙ্কারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা

হ

হাত দিয়ে হাতি ঠেলা – অসম্ভবকে সম্ভব করার বৃথা চেষ্টা

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – বুদ্ধিদোষে সৌভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করা

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী – মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা

হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল – অক্ষমের অনর্থক আস্ফালন

হিসাবের গরু বাঘে খায় না – হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখলে পস্তাতে হয় না

প্রবাদ-প্রবচন

অ

অকণ্টকবিদ্ধ জানে না কাঁটাফুটা কী	কষ্টভোগ না করলে কষ্ট জানা যায় না।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত	হঠাৎ করে বিপদ আসা।
অকালে বাড়ে সকালে মরতে	বেশি বাড়াবাড়ি করলে পতন দ্রুত হয়।
অকালের তাল বড়ই মিষ্টি	অকালে দুষ্প্রাপ্য জিনিস পেলে বেশি ভালো লাগে।
অকৃতজ্ঞের নরকবাস	অকৃতজ্ঞের পরিণতি ভালো হয় না।
অক্ষমের অজুহাত খাড়া	না পারলে মানুষ অজুহাত দেয়।
অগভীর জলে সফরি ফরফরায়	অল্পজ্ঞানীর লম্ফঝম্ফ বেশি।
অগা লোকের কাজ ঝকমারি	অকাজের লোকেরা কাজের ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করে।
অঘটনে স্বজন চেনা যায়	বিপদে পড়লে প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়।
অচেনা বন্ধু থেকে চেনা শত্রু ভালো	অজানা বিষয় থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে।
অজগরের দাতা রাম	**অলসের খাবারের অভাব হয় না।**
অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার	আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে ফললাভের সম্ভাবনা সামান্য।
অতি আশ সর্বনাশ/ অতি আশায় মরে চাষা	বেশি লোভ করলে ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।
অতিকথায় বার্তা নষ্ট	বেশি কথায় মূলকথা হারিয়ে যায়।
অতিগর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি	**খালি কলসি বাজে বেশি।**
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকি করলে ঠকতে হয়।
অতি জ্বালে ব্যঞ্জন নষ্ট	**কোনোকিছুতে বাড়াবাড়ি ভালো নয়।**
অতি দর্পে হত লঙ্কা	**অহংকার করলে পতন অনিবার্য।**
অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ	যেখানে ভালোবাসার বাড়াবাড়ি সেখানে বিচ্ছেদের কষ্টও তীব্র।
অতি পরিচয়ে দোষ ব্যক্ত	অন্তরঙ্গতার কারণে দোষ ধরা পড়ে।
অতি বুদ্ধির হা-ভাত	অতি চালাকের গলায় দড়ি।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	বেশি ভক্তির পিছনে খারাপ উদ্দেশ্য থাকে।
অতি ভালো ভালো নয়	বাড়াবাড়ি বিপদ ডেকে আনে।
অতি মন্থনে বাসুকীর বিষ	বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভালো হয় না।
অতি মন্থনে মিঠা তিতা	বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়।
অতি মেঘে অনাবৃষ্টি	খালি কলসি বাজে বেশি।
অতি যত্নে মরণফাঁদ	বেশি যত্ন শরীরের জন্য ভালো না।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভ করলে সব হারাতে হয়।
অতি সাধ অতি বিষাদ	বেশি আশা করলে বেশি কষ্ট হয়।
অদৃষ্টের কিল ভূতেও কিলোয়	কপাল খারাপ হলে সবাই ভোগায়।
অদৃষ্টের লিখন না যায় খণ্ডন	কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না।
অধর্মের পথ বড়ই সরল	অধর্মের নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় না।
অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট	অনেক লোক থাকলে কাজ পণ্ড হয়।
অধিকন্তু ন দোষায়	**প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে ক্ষতি নেই।**

অধ্যয়নং তপঃ	অধ্যয়ন তপস্যার সমান।
অনটনের দুনো ব্যয়	অর্থকষ্টে পড়ে বার বার কিনলে অর্থ দ্বিগুণ ব্যয় হয়।
অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে	**অনভ্যস্ত কাজে হাত দিলে প্রথমে অস্বস্তিবোধ হয়।**
অনিষ্টে ইষ্ট লাভ	মন্দ থেকে ভালো কিছুর উৎপত্তি।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধের কারণে কিছু করতে বাধ্য হওয়া।
অনুশীলনে পাথর ক্ষয়	পরিশ্রমে সব হয়।
অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না	জগৎ চলে তার নিজের নিয়মে।
অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজা	**নিষ্ফল প্রচেষ্টা।**
অন্ধের দেশে কানা রাজা	অজ্ঞানদের মধ্যে স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।
অন্ধের দোকানে কালা খরিদ্দার	সমান অপদার্থ দুজন।
অন্নজলের বরাত ওঠা	বৃদ্ধ বয়সে খাওয়া-দাওয়া উঠে যাওয়া।
অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে ওঠা	**বৃদ্ধবয়সে ছোটোবেলার স্মৃতিচারণা করা ।**
অন্নবিনা ছন্নছাড়া	খিদে লাগলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়।
অপচয়ে লক্ষ্মীনাশ	অপচয়ে অর্থসঙ্কট দেখা দেয়।
অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে	অপচয়ে অর্থসঙ্কট দেখা দেয়।
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা	পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা।
অবিমিশ্র সুখ হয় না	সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন।
অবোধের খাটনি ভারি	বোকাকে বেশি খাটানো যায়।
অবোধের গোবধে আনন্দ	নির্বোধের পাপ-পুণ্য বোধ নেই।
অবোধের সাত খুন মাপ	পাগলের কোনো শাস্তি হয় না।
অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা	অক্ষম বেশি ভান করে।
অভাগার যমও নেই	এমনই দুর্ভাগ্য যে মরণও হয় না।
অভাগার হারাবার কিছু নাই	যার কিছু নেই তার কিছু হারাবার ভয় নেই।
অভাবে স্বভাব নষ্ট	অভাব হলে মানুষ অসৎ কাজও করে।
অভ্যাসে সয় অনভ্যাসে নয়	**অভ্যাসে সবকিছু করা যায়।**
অমাবস্যার প্রদীপ টিপটিপ করে	ঘোর বিপদে সামান্য সান্ত্বনা।
অর্থ অর্থ আনে	টাকা থাকলেই টাকা হয়।
অর্থ যার মামলা তার	অর্থ সবজায়গায় আধিপত্য করে।
অলকার তিলক সার	নিষ্ফল আয়োজন।
অলসের অলব্ধ-লাভ হয় না	অলসের প্রাপ্তি শূন্য।
অশ্বডিম্ব	অলীক বস্তু।
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ	সত্য গোপন করা।
অসারের তর্জন গর্জন সার	অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন।
অসি থেকে মসী বড়	শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি।
অস্থানে তুলসী, অপাত্রে রূপসী	উৎকৃষ্ট বিষয়ের অপব্যবহার।
অস্থির পতঙ্গ আগুনে পোড়ে	অস্থির ব্যক্তি নানাভাবে বিপদে পড়ে।
অহিংসা পরম ধর্ম	হিংসা না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আ

আঁচ আছে, আগুন নাই	শান্তিপূর্ণ আন্দোলন।
আঁটকুড়ের ব্যাটা	অসম্ভব বস্তু। (কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো)
আঁটি চোষা	**সার অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়া।**
আঁটুনি কসুনি সার	**আড়ম্বরপূর্ণ ব্যর্থ আয়োজন।**
আঁত পাওয়া ভার	চাপা স্বভাবের লোক।
আঁতে ঘা দেওয়া	অন্তরে আঘাত দেওয়া।
আঁধার ঘরের মাণিক	পরম আদরের সন্তান।
আইতে ছাগল, যাইতে পাগল	অস্থিরমতি।
আইবুড়ো নাম ঘোচানো	বিয়ে হওয়া।
আকাটা নায়ের সাজ বেশি	বেশি বাড়াবাড়ি।
আকাশকুসুম কল্পনা	অবাস্তব কল্পনা।
আকাশপাতাল চিন্তা	নানারকমের দুশ্চিন্তা।
আকাশে থুতু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে	অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে নিজের ক্ষতি হয়।
আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে চায়	বৃথা চেষ্টা।
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু হাতে পাওয়া।
আকৃতি থেকে প্রকৃতি ভালো	রূপ থেকে গুণের কদর বেশি।
আক্কেল গুড়ুম	ভয়ে বা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাওয়া।
আক্কেল দাঁত গজানো	বুদ্ধি হওয়া।
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড।
আগামীকাল কখনো আসে না	ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখলে কাজ কখনো করা হয় না।
আগুন চাপা থাকে না	**সত্যকে গোপন করা যায় না।**
আগুন না থাকলে ধোঁয়া হয় না	ঘটনার পিছনে কারণ থাকে।
আগুন নিয়ে খেলা	**বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করা।**
আগুনে ঘি ঢালা	উত্তেজনা বৃদ্ধি করা।
আগে আমি, পরে বাপ	সবার আগে নিজের স্বার্থ।
আগে কড়ি পিছে কাজ	টাকা ছাড়া কাজ হয় না।
আগে তিতা শেষে মিঠা	প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে ফল ভালো হয়।
আগে দর্শনদারী পরে গুণ বিচারী	বাইরের সৌন্দর্যই প্রথম আকর্ষণ করে।
আগে ফাঁসি পরে বিচার	**উদ্ভট কার্যকলাপ।**
আঙুর ফল টক	না পেলে ভালো জিনিসকেও খারাপ বলা।
আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া	বাঁকাপথে কাজ করা।
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বিত্তশালী।
আচারে বাড়া, বিচারে এড়া	নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু যুক্তির ধার ধারে না।
আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত	সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি।
আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট	ভাগ্য না থাকলে ভোগ হয় না।
আজ মুচি কাল শুচি	ভাগ্য পরিবর্তিত হয়।

আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা।
আড়াই দিনের বাদশাহী	অল্পদিনের ফুটানি।
আড়ে নাই অসাড়ে	কাজে নেই, অকাজে বেশি।
আঁতুরে নিয়ম নাস্তি	প্রয়োজন নিয়মের অধীন নয়।
আত্মারাম খাঁচাছাড়া	প্রচণ্ড ভয় পাওয়া।
আদরে বাঁদর হয়	আদরে সন্তান নষ্ট হয়।
আদা ওষুধের আধা	আদা অর্ধেক রোগ ভালো করে।
আদা জল খেয়ে লাগা	উঠেপড়ে কাজ শুরু করা।
আদা শুকালেও ঝাল যায় না	**দুষ্টলোক শাস্তি পেলেও দুষ্টবুদ্ধি ছাড়ে না।**
আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ	শত্রুতা।
আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর	অনধিকার চর্চা।
আদি অন্ত পাওয়া ভার	কূলকিনারা না পাওয়া।
আদুরে গোপাল	অত্যন্ত আদরে পালিত সন্তান।
আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ো	অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।
আন শুনতে কান শোনে	কানে ঠিকমতো না শোনা।
আপ ভালো তো জগৎ ভালো	যে নিজে ভালো সে সবাইকে ভালো দেখে।
আপন কখনো পর হয় না	কাছের মানুষ কখনো দূরের হয় না।
আপন কোলে ঝোল টানা	**নিজের স্বার্থ আগে দেখা।**
আপন গাঁয়ে শিয়াল রাজা	নিজের এলাকায় কর্তৃত্ব ফলানো।
আপন চরকায় তেল দেওয়া	নিজের কাজে মন দেওয়া।
আপন ভালো পাগলও বোঝে	সবাই নিজের স্বার্থ ভালো বোঝে।
আপন মান আপন ঠাঁই	নিজের মান নিজের কাছে।
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী	গুণের কারণেই বিপদে পড়া।
আপনা হাত জগন্নাথ	কৃপণ স্বভাবের লোক।
আপনার ঘোল কেউ টক বলে না	নিজের দোষ কেউ দেখে না।
আপনার ঢোল আপনি পেটায়	নিজের প্রশংসা নিজে করে।
আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা	নিজের ক্ষতি করে পরের ক্ষতি করা।
আপনার পায়ে কুড়ুল মারা	নিজের ক্ষতি করা।
আপনার বিড়াল পথ্যি পায় না	যার নিজের অন্নের সংস্থান নেই, তার পক্ষে অন্যকে সাহায্য করা কঠিন।
আপনার মাথা আপনি খাওয়া	নিজের ক্ষতি নিজেই করা।
আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে	**অপরকে শেখানোর আগে নিজে করতে হয়।**
আপনি তুষ্টে জগৎ তুষ্ট	নিজে সন্তুষ্ট থাকলে সব ভালো লাগে।
আপনি পায় না পরকে বিলায়	নিজে খেতে পায় না, অন্যকে দিতে চায়।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম	নিজের স্বার্থ আগে দেখা।
আবিল দৃষ্টি সব হলদে দেখে	**মন্দের চোখে সবই মন্দ।**
আম না থাকলে আমড়া চোষে	অভাগার বেশিকিছু জোটে না।
আম না হতে আমসত্ত্ব	**কাজ না হতেই ফলের আশা।**

আম শুকিয়ে আমসী	বয়স বাড়লে রস শুকায়।
আমও গেল ছালাও গেল	লাভ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারানো।
আমড়াগাছে আম ফলে না	মন্দলোকের কাছে ভালো ব্যবহার আশা করা যায় না।
আমার পরে পৃথিবী ধ্বংস	মৃত্যুর পরে যা ইচ্ছা হোক।
আয় বুঝে ব্যয়	পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা।
আরগুণ নাই ছারগুণ আছে	কোনো গুণ নেই, শুধু নষ্ট করার গুণ আছে।
আলগা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে	মনোরম ঢিলেঢালা জীবন পরম আদরণীয়।
আলালের ঘরের দুলাল	ধনী ঘরের অতি আদরের নষ্ট ছেলে।
আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়	লোভের জিনিস দেখলে সবারই সেটা পেতে ইচ্ছা করে।
আলোর পর আঁধার আসে	সুখ ও দুঃখ ঘুরে ফিরে আসে।
আশায় খেলিছে পাশা	মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে।
আশায় মরে চাষা	প্রতীক্ষা করতে করতে সময় শেষ হয়ে যাওয়া।
আষাঢ় মাস চাষার আশ	চাষা আশা করে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হবে।
আসরঘরে মশাল নেই হেঁশেলঘরে চাঁদোয়া	**অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাড়াবাড়ি।**
আসেন লক্ষ্মী যান বালাই	সৌভাগ্য এলে দুর্ভাগ্য কাটে।

ই, ঈ

ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব।
ইক্ষু পিষ্ট হলেও মিষ্টত্ব ত্যাগ করে না	গুণী কখনো তার গুণ হারায় না।
ইচ্ছার ভার বোঝা মনে হয় না	ইচ্ছা থাকলে কাজে আনন্দ থাকে।
ইজ্জত দৌলতে বজায় থাকে	অর্থই ইজ্জতের মাপকাঠি।
ইজ্জতের দাম লাখ টাকা	ইজ্জত হেলাফেলার বিষয় নয়।
ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
ইসারায় দিশাহারা	প্রলোভনে বিভ্রান্তি।
ঈদের চাঁদ	দুর্লভ বস্তু।

উ, ঊ, ঋ

উঁচু গাছে ঝড় বেশি লাগে	বড়োকেই বেশি ঝক্কি সামলাতে হয়।
উচট খেয়ে প্রণাম	দায়ে পড়ে দোষ স্বীকার করা।
উচিত কথার ভাত নাই	উচিত কথা দাম পায় না।
উছল নদীর কলকলানি বেশি	উদ্দাম যৌবনের ঝলকানি বেশি।
উজাড় বনে শিয়াল রাজা	যোগ্য লোকের অনুপস্থিতিতে অযোগ্য লোকের আধিপত্য।
উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে	হঠাৎ কাজের আয়োজন।
উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়	শেষটা কী হবে আগেই বোঝা যায়।
উঠন্তি মুলো পত্তনিতেই চেনা যায়	শেষটা কী হবে আগেই বোঝা যায়।
উঠোন পেরুলেই অর্ধেক সফর	কাজ শুরু হলেই অর্ধেক কাজ শেষ হয়।
উড়তে পারে না পোষ মানে	অক্ষমের পরনির্ভরশীলতা।
উড়তে পারে না ফরফর করে	অক্ষমের বৃথা আস্ফালন।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অযাচিতভাবে এসে সুযোগ নেওয়া।
উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ	**অলভ্য দ্রব্য সৎকাজে দানের ভান।**
উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়	অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ বাজেভাবে খরচ হয়।
উত্তম মধ্যম দেওয়া	প্রহার করা।
উদর চিরলে ক বেরোয় না	মহামূর্খ।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	**একের দোষ অন্যের ওপর চাপানো।**
উনা কলসির দুনা শব্দ	অল্প জ্ঞানীর বেশি বাহাদুরি।
উনো বর্ষায় দুনো শীত	**বৃষ্টি কমে হলে শীত বেশি পড়ে।**
উনোভাতে দুনো বল	**কম খেলে শরীর ভালো থাকে।**
উপকারী গাছের ছাল থাকে না	উপকারী মানুষের সবই ভালো।
উপকারীকে বাঘে খায়	উপকৃত ব্যক্তি উপকারীর বেশি ক্ষতি করে।
উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো	নিজে করে অপরকে অনুপ্রাণিত করতে হয়।
উপবাসী প্রাণ করে আনচান	খিদের ছটফটানি।
উপরটায় চিকন চাকন ভিতরটায় খড়	বাইরে আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু ভেতরে শূন্য।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা	অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করা।
উপোস করলেই ধর্ম হয় না	ধর্মে আচারসর্বস্বতাই সব নয়।
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	**অযোগ্য পাত্রে মূল্যবান বস্তু দান করা।**
উলটা বুঝলি রাম	ভালো কথার মন্দ ব্যাখ্যা করা।
উলটা চোরা মশান গায়	চোরের মার বড়ো গলা।